আজকের কাগজ
29 JUL 1996

■ আয় ১৭,১২০ ■ ব্যয় ১২,১০৩ ■ উদ্বৃত্ত ৫,০১৭ কোটি টাকা

কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে রাজস্ব উদ্বৃত্ত বাজেট

শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ মন্দা অর্থনীতির চাকা সচল করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গতকাল রোববার জাতীয় সংসদে '৯৬–'৯৭ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছে। অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া গতকাল বিকেল ৩টা ২১ মিনিটে এই বাজেট পেশ করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে কোনো নতুন কর আরোপ করা হয়নি। নতুন করারোপ ছাড়াই ১৭,১২০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ১২,১০৩ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৫০১৭ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী '৯৬–'৯৭ অর্থবছরের জন্যে ১২৫০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাব করেছেন। উন্নয়ন কর্মসূচির ৪৭ ভাগ অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে আহরণ করা হবে বলে আশা করা হয়েছে। গত অর্থবছরে এই অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান ছিলো ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১০০ কোটি টাকার একটি কৃষি ভর্তুকি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৯৫১ কোটি ৯৪ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই বাজেট সংসদে পাস হলে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে তা কার্যকর হবে।

দু'বছর পর গতকাল ৭ম জাতীয় সংসদের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাজেট পেশ করা হলো। এর আগের দু'বছর বিরোধীদল ছাড়াই তৎকালীন বিএনপি সরকার বাজেট পেশ করেছে। সংসদের প্রথম অধিবেশনে আওয়ামী লীগ সরকার তার ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৫ সপ্তাহের মধ্যে এই বাজেট পেশ করলো। বিকেল ৩টা ১৩ মিনিটে মুজিবকোট পরিহিত টেকনোক্র্যাট অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করেন। অর্থমন্ত্রী কালো ব্রিফকেসে তার বাজেট বক্তৃতা নিয়ে আসেন। ৩টা ১৪ মিনিটে স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সংসদে তার আসন গ্রহণ করলে অধিবেশন শুরু হয়। ৩টা ২৩ মিনিটে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতার প্রথম পর্ব শুরু করেন। এর মাত্র দু'মিনিট আগে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে আসেন। ৪টা ৩৭ মিনিটে অর্থমন্ত্রী তার প্রথম পর্বের বক্তব্য শেষ করেন। এর পরই দ্বিতীয় পর্বের বক্তব্য রাখা শুরু করেন। বাজেট পেশকালে সংসদে তিন বাহিনীর প্রধান, দেশি–বিদেশি কূটনীতিক, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবসহ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এবারের প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রাপ্তি গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১০ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। '৯৫–'৯৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে প্রাপ্তি ছিলো ১৫৫১২ কোটি টাকা। অবশ্য '৯৬–'৯৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ও বেড়েছে '৯৫–'৯৬–এর তুলনায় ২ দশমিক ৪ শতাংশ সংশোধিত বাজেট। '৯৫–'৯৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ছিলো ১১৮১৪ কোটি টাকা।

রাজস্ব আয়ের মধ্যে করসমূহ থেকে মোট প্রাপ্তি ১৪০২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত কর প্রস্তাব করা হয়েছে ১৩০৪০ কোটি টাকা, আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করের অংশ ৯৮৫ কোটি টাকা। এই ধরনের করের মধ্যে রয়েছে মাদক শুল্ক, ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প বিক্রি, রেজিস্ট্রেশন ও যানবাহন কর। রাজস্ব আয়ে কর বহির্ভূত প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৩০৯৫ কোটি টাকা।

নতুন কোনো কর নেই

এক নজরে বাজেট

বিবরণ	বাজেট ১৯৯৬–৯৭	সংশোধিত ১৯৯৫–৯৬	বাজেট ১৯৯৫–৯৬
রাজস্ব আয়	১৭১২০	১৫৫১২	১৫৪৫০
রাজস্ব ব্যয়	১২১০৩	১১৮১৪	১১০৭০
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৫০১৭	৩৬৯৮	৪৩৮০
মূলধন হিসাব	৯০০	৯৫৬	৪৬৪
খাদ্য বাজেটের নীট ব্যয়	–৫৬	–৬০৫	–৪১৪
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির জন্যে স্থানান্তর	–২৩০	–১১০	–১৩৮
মোট	৫৬৩১	৩৯৩৯	৪২৯২
টিএন্ডটি বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন	১৪৫	৩২৪	৪৩৫
স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় নিজস্ব অর্থায়ন	১৫০	১৫০	১৫০
নীট আভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৯২৬	৪৪১৪	৪৮৭৭
বৈদেশিক উৎস	৬৫৭৪	৬০৩৩	৭২২৩
সর্বমোট অর্থ সংস্থান	১২৫০০	১০৪৪৭	১২১০০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১২৫০০	১০৪৪৭	১২১০০

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

কৃষিতে ভর্তুকি ১০০ কোটি টাকা

উন্নয়ন বাজেটে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ৫৯২৬ কোটি টাকা আর বৈদেশিক সাহায্য ৬৫৭৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫২০০ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য, পণ্য সাহায্য ১০১৩ কোটি টাকা এবং খাদ্য হিসাব থেকে স্থানান্তর সাহায্য ৩৬১ কোটি টাকা।

এবারের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দ মিলিয়ে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ৩৯৫১ কোটি ৯৪ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৪৩০ কোটি ১ লাখ টাকা বেশি। শিক্ষাখাতে রাজস্ব আয় থেকে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ২২৩৫ দশমিক ২৭ কোটি টাকা আর উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ১৭১৬ দশমিক ৬৭ কোটি টাকা। বাজেটে সর্বমোট দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রতিরক্ষা খাতে। রাজস্ব বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ২২১৭ কোটি ৯০ লাখ টাকা আর উন্নয়ন বাজেটে ৫৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। বাজেটে মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের মোট বরাদ্দের ৮ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। পানিসম্পদ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে ৩৬ শতাংশ।

বাজেটে নতুন করের পরিধি বৃদ্ধি না করে মূল্য সংযোজন করের পরিধি বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও কর সংক্রান্ত আইন ও কাঠামো যৌক্তিকীকরণ, কর ব্যবস্থাপনায় উন্নতি সাধন ও কর প্রশাসনে গতিশীলতা বৃদ্ধি করে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাজেটে আয়করের সিলিং বাৎসরিক ৫৫ হাজার টাকার বদলে ৬০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। শেয়ার বাজারে বৈদেশিক বিনিয়োগ চাঙ্গা করার লক্ষ্যে 'লকইন' পদ্ধতির অবসান করা হয়েছে। বাজেটে জিপসাপ সার, আলু বীজের শুল্ক, ট্রাক্টর, ট্রাক্টরের টায়ার, ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশ, গভীর নলকূপে ব্যবহৃত ফাইবার গ্লাস, ফিল্টার ইত্যাদি কৃষি উপকরণের ওপর থেকে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। পরিবহন, শিশুদের চিত্ত বিনোদন, বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের ওপর থেকে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি খাতে ৬০০ কোটি টাকা, উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত প্রকল্পে ৫০ কোটি টাকা, খাদ্য বাজেটে ৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।

এর আগে দুপুরে মন্ত্রিপরিষদের এক বিশেষ বৈঠকে বাজেট অনুমোদিত হয় এবং অর্থবিল উত্থাপনের জন্যে রাষ্ট্রপতি অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করেন।